সমাপ্তি

আমি একবার জমিদারী দেখা উপলক্ষে একটি নদীর তীরে নৌকা লাগিয়েছি। নৌকায় ব'সে কোন রকম কাজ করছি। এমন সময় দেখলুম একটি মেয়ে—বড় মেয়ে—হিন্দুর ঘরে অত বড় মেয়ে অবিবাহিতা প্রায় দেখা যায় না—নদীর তীর থেকে আমার দিকে দেখছে। সে তখনই চলে গিয়ে আবার ফস করে একটি ছেলে কোলে নিয়ে ফিরে এল, এসে নৌকার এ-দিক ও-দিক দেখতে লাগল। নৌকার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভিতরে দেখতে লাগল। তার সরল সতেজ দৃষ্টি, চলাফেরার মধ্যে একটা সহজ স্ফূর্তির ভাব দেখে আমার বড় ভালো বোধ হল। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে সে রকম ভাব আমি প্রায় দেখি নাই। আমার মেয়েটিকে ডেকে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু আবার কি ভেবে পারলুম না। সেদিন তো গেল। তার পরের দিন দেখি আমার পাশের একটি নৌকায় চাল-ডাল, বাসন-কোসন প্রভৃতি ঘরকন্নার জিনিস বোঝাই হচ্ছে; যেন কোনো মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে। খানিক পরে দেখি ঠিক কালকের সেই মেয়েটিকে কনে সাজিয়ে অনেকে মিলে নৌকার দিকে নিয়ে আসছে। সে কিছুতে নৌকায় উঠবে না আর তারাও জোর করে তাকে তুলে দেবে। সচরাচর মেয়ে-টেয়ে পাঠাবার সময় যে কান্নাকাটির ভাব দেখি, এ ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ অভাব দেখলুম। কান্নাকাটির কথা দূরে থাকুক অনেকেই বেশ স্ফূর্তি ও আমোদ করছে। কেবল একটি মেয়ে, বড় মেয়ে, সে তার মায়ের কোলে চড়ে আছে, তার লম্বা লম্বা পা দুখানা ঝুলে পড়েছে—সেই মায়ের ঘাড়ে মুখ লুকিয়ে নীরবে ফুলে ফুলে কাঁদছে। তার পরে পাশের নৌকা ছেড়ে দিলে, তীরের স্ত্রীলোকেরাও চলে গেলেন। আমি কেবল দূর থেকে শুনলাম একটি মেয়েমানুষ আর-একজনকে বলছেন—ওকে তো জান বোন, ও ওই রকমই। কত করে বললাম, পরের ঘর করতে যাচ্ছিস, বেশ সাবধানে থাকিস, ঘাড় হেঁট করে থাকিস, উঁচু করে কথা বলিস নে; কিন্তু সে কি তা পারবে, ইত্যাদি—এই ঘটনাই আমার 'সমাপ্তি' রচনার ভিত্তি। [২ মে ১৯৩৯]

---রবীন্দ্রনাথের উক্তির অনুলিপি, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

'শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ', সুপ্রভাত, ভাদ্র ১৩১৬

দেখতুম কিনা বোট থেকে, মেয়েরা ঘাটে আসত, কেউ বা ছেলে কোলে, কেউ বা এক পাঁজা বাসন নিয়ে, কেউ বা কলসী কাঁখে। ওই দশ-এগারো বছরের মেয়েটা, ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা, কাঁখে একটা ছেলে নিয়ে রোজ আসত। রোগাদেখতে, শ্যামলা রঙ। বোটের উপরে আমাকে সবাই দেখত কিন্তু ওর দেখাটা ছিল অন্যরকম। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত। মাঝে মাঝে কোলের ছেলেটাকে আমাকে দেখাত আঙুল দিয়ে—'ওই দেখ্।' আমার ভারি মজা লাগত। এমন একটা স্বাভাবিক স্ফূর্তি চঞ্চলতা ছিল তাঁর, যা ও

বয়সের জড়সড় বাঙালীর মেয়েদের বেশি দেখা যায় না। তার পর একদিন দেখলুম বধূবেশে শ্বশুরবাড়ি চলল সেই মেয়ে। সেই ঘাটে নৌকো বাঁধা। কি তার কান্না! অন্য মেয়েদের বলাবলি কানে এল—'যা দুরন্ত মেয়ে! কি হবে এর শ্বশুরবাড়িতে?' ভারি দুঃখ হ'ল তার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া দেখে। চঞ্চলা হরিণীকে বন্দী করবে। ওর কথা মনে করেই এই গল্পটা লিখেছিলুম। ওই বোটে বাংলাদেশের গ্রামের এমন একটা ছবি দেখেছি যা অনেকে দেখে নি।...

---- রবীন্দ্রনাথের উক্তির অনুলিপি, মৈত্রেয়ী দেবী, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ